৪/৮/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম...৫......

দৈনিক ইনকিলাব

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কোনদিনই ৫ পয়েন্ট পাবে না

মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র

আহমদ সেলিম রেজা ।। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার দ্বার ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে আর যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারে, ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ না পায় খুব কৌশলে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কাজ এ গিয়ে চলছে। বিশেষ করে আওয়ামী সরকারের আমলে খুব সূক্ষ্মভাবেই কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর বিষয়টি প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের নজরে আসে। চলতি বছর প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, কোন মাদ্রাসার ছাত্রই জিপিএ ৫ পয়েন্ট লাভ করেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গিয়ে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের চিত্র পাওয়া যায়। অতিসূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সকল পথরুদ্ধ করে দেয়ার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাদ্রাসার ছাত্রা যেন ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো কোন সাবজেক্টে ভর্তি হতে না পারে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এসএসসি পরীক্ষাতেই ৪৫০ নাম্বারের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে নাম্বার স্কোর করতে পারে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সুযোগের অভাবে সে নাম্বার স্কোর করতে পারছে না। এতে শুরুতে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে দাখিল বা এসএসসি পর্যায়েই ৪৫০ নাম্বারে পিছিয়ে পড়ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও একইভাবে পিছিয়ে থেকে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে একটি বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ছে। এতে করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো কোন বিষয়ে অধ্যয়নের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। খুব সূক্ষ্ম কৌশলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত শিক্ষা কমিশন দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। আর শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এই পদ্ধতি প্রয়োগের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কমরেড নূরুল ইসলাম নাহিদ ছিলেন গত সংসদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান। এ প্রসঙ্গে তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা জায়নুল আবেদীন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের ভুল বুঝিয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে, মাদ্রাসায় পর্যায়ক্রমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর বিষয়টি ৫০%-এ উন্নীত করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। মাদ্রাসায় ২০% নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে ৪৫০ নাম্বারের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে, সেখানে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা দিতে পারছে। এটা মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরীক্ষার বৈষম্য। এই বৈষম্যের কারণে এ বার দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে কোন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ৫ পয়েন্ট পায়নি। বর্তমান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে কোন দিনই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ৫ পয়েন্ট পাবে না। কারণ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরদাতাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার প্রশ্ন অবান্তর। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই বৈষম্য দূর করা উচিত।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োজিত ডিসি ইতোমধ্যে সাংবাদিকতা, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। যা সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের শিক্ষার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারের ঘোষণার পরিপন্থী।